মাচা বেঁধে চলছে ... আবার নজরে এসেছে রাতেরবেলা ন্যূনতম আলোর ব্যবস্থাটুকুও নেই। কালনার মতো যে কোনও সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি ছিল কাটোয়া টিকিট কাউন্টারটি। এছাড়া ফেরিঘাটের প্রবেশ পথে এতদিন কোনও গেট ছিল না। নিরাপত্তার খাতিরে এবার লক সিস্টেম ... ২০টি বুয়ো দেওয়া হচ্ছে ফেরিঘাটে। এই বুয়োগুলি জলে পড়লে আলো জ্বলবে বলে ফেরিঘাট সংস্কারের যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে আমরা খুশি।'

স্কুলে পানীয় জল

এই সময়, কাটোয়া: কাটোয়া রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে অবশেষে পরিস্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত হল ভাটিগাছা আদিবাসী পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। রোটারিয়ান সুব্রত সাঁইয়ের তত্ত্বাবধানে চালু হল জল প্রকল্প। পানীয় জল শুধু নয়, শৌচালয়েও এবার থেকে মিলবে পর্যাপ্ত জল। দুর্ভোগ দূর হল স্কুলের অন্তত ১০৭ পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের।

আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার এই স্কুলটিতে জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। স্থানীয় একটি পুকুরের নোংরা জলই ব্যবহার হত সমস্ত কাজে। যার জেরে রোগভোগ লেগেই থাকত। শিক্ষার আলো এখনও সে ভাবে ঢোকেনি এলাকায়। পানীয় জল নিয়ে সচেতনতার তো বালাই নেই। নয়া জল প্রকল্পে একদিকে যেমন পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনই শৌচালয়ে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও হয়েছে। পাম্পের জল শোধন করে ব্যবহার হচ্ছে। স্কুলের প্রধানশিক্ষক সন্দীপকুমার দাস বলেন, 'আমরা একটা লিখিত আবেদন করার পরেই এই জলপ্রকল্প করা হয়। পড়ুয়াদের পানীয় জলের খুব সমস্যা ছিল, সেটা মিটেছে। স্কুলে এখন আর কোনও জলের সমস্যা নেই।' জলের সুব্যবস্থা হওয়ায় খুশি পড়ুয়ারাও। চতুর্থ শ্রেণির মল্লিকা মুর্মু, সূর্য সরেন, জিৎ ঘোষের কথায়, 'আগে জলের খুব সমস্যা ছিল স্কুলে। এখন কল ঘোরালেই জল মিলছে।'

ফান কার্নিভাল

দুর্গাপুরে আইকিউ সিটিতে শুরু হল উৎসব। সূচনা অনুষ্ঠানে ছিলেন অভিনেতা মীর। রবিবার সঙ্গীত পরিবেশন করবেন উষা উত্থুপ — প্রশান্ত মাল

কালনায় শিশুকে ধর্ষণ, ধৃত কিশোর

এই সময়, কালনা: সপ্তম শ্রেণির পড়শি ছাত্রের বিরুদ্ধে বছর চারেকের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল কালনা থানা এলাকার একটি গ্রামে। শুক্রবারই তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কালনার এসডিপিও ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'আজ, শনিবার বর্ধমান জুভেনাইল বোর্ডে তোলা হবে তাকে। গোপনাঙ্গে গভীর ক্ষত নিয়ে শিশুটি এখন কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার বাবা-মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই নাবালককে হেফাজতে নিয়েছে কালনা থানা।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত পরিবারটি বছর খানেক আগে কালনায় চলে আসে। মেয়েকে নিয়ে পৈতৃক ভিটেয় ওঠেন দম্পতি। বাবা-মা দু'জনেই কাজ করেন। শিশুটি স্থানীয় একটি অঙ্গনওয়াড়ি থেকে পড়াশোনা করত। স্কুল থেকে ফিরে বেশ খানিকটা সময় ঘরে একাই থাকতে হত তাকে। ওই সময়টা খেলা করত পড়শি শিশুদের সঙ্গে। শিশুগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে ক'দিন ধরে অভিযুক্ত নাবালক ছাত্রও সেখানে আনাগোনা শুরু করেছিল বলে জানা গিয়েছে। শিশুটির বাবা-মায়ের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়ি ফাঁকা পেয়েই তাঁদের মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ছেলেটি। মা বলেন, 'আমার শিসশাশুড়িই ঘটনাটি দেখতে পান। তিনি আসতেই ছেলেটি পালায়। মেয়ের গোপনাঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তখন। চোখে-মুখে জল দিয়ে মেয়ের জ্ঞান ফিরিয়ে তিনিই ওকে নিয়ে যান ডাক্তারের কাছে।' বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় শিশুটিকে। শুক্রবার থানায় অভিযোগ করেন বাবা-মা।

প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, এই প্রথম নয়। এর আগেও ওই কিশোর পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছে। তার পরিবারকে বারবার সতর্ক করা হলেও শুধরায়নি ছেলেটি। এবার ধর্ষণের মতো অভিযোগ ওঠায় অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি করছেন তাঁরা। প্রাথমিক ভাবে ছেলের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ মানতে চায়নি পরিবারও।

জরুরি ফোন

- কালনা পুরসভা – ২৫৫০৩৩
- কালনা কলেজ – ২৫৫০৩২
- কালনা মহা ডাকঘর – ২৫৫০৫০
- কালনা বিদ্যুৎ দপ্তর – ২৫৫০৩৫
- কালনা এসবিএসটিসি ডিপো – ২৫৬৭১২

কাটোয়া

এসটিডি কোড – ০৩৪৫৩

- মহকুমা শাসক – ২৫৫৫৫০
- মহকুমা পুলিশ আধিকারিক – ২৫৫০২০
- কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল – ২৫৫০৬০
- কাটোয়া থানা – ২৫৫০২৩
- অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র – ২৫৫৫৫৫
- কাটোয়া জিআরপি – ২৫৫০৮৮
- কাটোয়া পুরসভা – ২৫৫১৬০
- কাটোয়া কলেজ – ২৫৫০৩৫

দুর্গাপুর

এসটিডি কোড – ০৩৪৩

- রেল অনুসন্ধান – ২৫৫৭২৫১/ ৫২
- সরেজমা – ২৫৫৭৩৫৩
- দুর্গাপুর পুরসভা – ২৫৮৬৯৯৪
- মহকুমা শাসক – ২৫৪৬১০
- সেন্ট্রাল লাইব্রেরি – ২৫৪৫১৯৮
- বীরভানপুর শ্মশান – ২৫৫৬৪৫৪
- দুর্গাপুর ব্যারাজ – ২৫৫৬৭২৪
- মহকুমা হাসপাতাল – ২৫৩৪১৫৩
- শববাহী গাড়ি (মহকুমা হাসপাতাল) – ২৫৩৬৯৬৮/ ২৫৫৫০০৮
- অ্যাম্বুল্যান্স – ২৫৩৪১৫৩/৮৫
- দমকল (সিটি সেন্টার) – ২৫৪৬০৬/২৫৪৪০৮৩
- দুর্গাপুর পুলিশ কন্ট্রোল রুম – ২৫৬২২৬৬/২৫৬৪১৬৫
- আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা – ২৫৪৪৪২৫
- ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিস – ২৫৩৫৯৮৮
- দুর্গাপুর পোস্ট অফিস – ২৫৫০৮০৭/২৫৫৬৩৮৩
- জল সরবরাহ (ডিপিএল) – ২৫৫৬৬৭৫
- কোক-ওভেন থানা – ২৫৫৫০৬০
- নিউ টাউনশিপ থানা – ২৫৫৮১৬৮
- কাঁকসা থানা – ২৫২৪২৪৪
- বুদবুদ থানা – ২৫১২২৫৭

আসানসোল

এসটিডি কোড – ০৩৪১

- অতিরিক্ত জেলা শাসক – ২২৫৩১১১-৩১১৩
- মহকুমা শাসক – ২২৫৮০০০

দুর্গাপুরের সাহিত্যিকদের লেখা বর্তমান প্রজন্মের জানা প্রয়োজন

আমার দুর্গাপুর

সলিলেন্দু মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যিক

দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে চাকরির সূত্রে ১৯৬২ সালে দুর্গাপুরে এসেছিলাম। তার পর থেকে পাকাপাকি ভাবে এই শহরের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছি। আমাদের বাড়ি বর্ধমানে। আমার মা স্বর্গীয় রাইরানি মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে লেখালেখির ব্যাপারে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। মা একটু-আধটু লেখালেখি করতেন। তাঁর কাছ থেকেই লেখার বিষয়টি শিখেছিলাম। পরবর্তী সময়ে ...

ডিএসপি-র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কারণে প্রচণ্ড আগুনের তাপ আর বিকট আওয়াজের মধ্যেই কাজ করতে হত। তবুও তার মধ্যেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই লিখতাম। যা দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যেতেন। তৎকালীন কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ওয়াই পি শর্মা কাজের অবসরে আমাকে লিখতে দেখে বলতেন, 'ইয়ে আদমি কাম ভি করতা অওর পোয়েট্রি ভি লিখতা।'

বাজার দর (বর্ধমান)

■ ছোট নীলপুর বাজার

আলু	১২/কেজি
পেঁয়াজ	১৬/কেজি
কুমড়ো	১০/কেজি
বেগুন	১৫/কেজি
বিনস	৪০/কেজি
পটল	২৫/কেজি
উচ্ছে	৪০/কেজি
করলা	৪০/কেজি
টমেটো	২০/কেজি
আদা	৬০/কেজি
রসুন	১১০/কেজি
লঙ্কা	৩০/কেজি
লাউ	৮/কেজি
কাটা পোনা	২৫০/কেজি
চারা পোনা	১২০/কেজি
রুই	২০০/কেজি
কাতলা	৩০০/কেজি
ট্যাংরা	৪০০/কেজি
তেলাপিয়া	১২০ /কেজি
পারশে	২৫০/কেজি
চিংড়ি	৫০০/কেজি
ইলিশ	৮৫০/কেজি
মুরগি:	
গোটা	৯০/কেজি

ইলিশ	৬০০/কেজি
মুরগি:	
গোটা	৯৫/কেজি
কাটা	১৪০/কেজি
পাঁঠার মাংস	৪৫০/কেজি

■ দুর্গাপুর বেনাচিতি বাজার

আলু	১৪/কেজি
পেঁয়াজ	১৮/কেজি
কুমড়ো	১৬/কেজি
বেগুন	২০/কেজি
কচু	১৬/কেজি
পটল	২০/কেজি
উচ্ছে	৩০/কেজি
বরবটি	৪০/কেজি
টমেটো	২০/কেজি
আদা	৬০/কেজি
রসুন	১৪০/কেজি
লঙ্কা	৩০/কেজি
লাউ	১২/কেজি
কাটা পোনা	২৫০/কেজি
চারা পোনা	১৫০/কেজি
লাউ	১২/কেজি
কাটা পোনা	৩০০/কেজি
চারা পোনা	১৫০/কেজি
রুই	১৭০/কেজি
কাতলা	৩০০/কেজি
ট্যাংরা	৩৫০/কেজি
তেলাপিয়া	১২০/কেজি
পারশে	২৫০/কেজি
চিংড়ি	৫০০/কেজি
ইলিশ	৬০০/কেজি
মুরগি:	
গোটা	১০০/কেজি
কাটা	১৩০/কেজি
পাঁঠার মাংস	৪৫০/কেজি

■ চণ্ডীদাস বাজার

আলু	১৮-২০/কেজি
পেঁয়াজ	১৮/কেজি
কুমড়ো	১৫/কেজি
বেগুন	৩০/কেজি
ঝিঙে	৪৫/কেজি
পটল	২০/কেজি
উচ্ছে	৪৫/কেজি
ঝিঙে	৪০/কেজি
পটল	২০/কেজি
উচ্ছে	৪০/কেজি
করলা	৪০/কেজি
টমেটো	৩০/কেজি
আদা	৬৫/কেজি
রসুন	১৫০/কেজি
লঙ্কা	৫০/কেজি
লাউ	১২/কেজি
কাটা পোনা	২৯০/কেজি
চারা পোনা	১৬০/কেজি
রুই	১৭০/কেজি
কাতলা	৩০০/কেজি
ট্যাংরা	৫০০/কেজি
তেলাপিয়া	১২০/কেজি
পারশে	৩০০/কেজি
চিংড়ি	৪৫০/কেজি
ইলিশ	৬৫০/কেজি
মুরগি:	
গোটা	৯৫/কেজি
কাটা	১৫০/কেজি
পাঁঠার মাংস	৪৫০ /কেজি

■ আসানসোল বাজার